ব-দ্বীপ

র.আমিন

ব-দ্বীপ

র.আমিন

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০২১
প্রকাশক : Amazon.com Inc., USA
পরিবেশক : Amazon.com Inc., USA
সত্ত্ব : লেখক
শুভেচ্ছা মূল্য : USD 10/-

কুশিলব : ওমর খৈয়ম, ওস্তাদ,ইয়াসমি, তুতুস, মাহমুদ, জালালউদ্দিন, শাগরেদ-১, শাগরেদ-২, শাগরেদ-৩, শাগরেদ-৪, শাগরেদ-৫ অশ্বারোহী-১, অশ্বারোহী-২, কুরবান, বুড়ি, প্রতিবেশী-১, প্রতিবেশী-২, প্রতিবেশী-৩, প্রতিবেশী-৪
সক্রেটিস, চারমিডিস, লীসিস, ক্রিটো
চেঙ্গিস খান, তিমুর, আমির আলী, মঙ্গল সৈন্য-১, মঙ্গল সৈন্য-২, মঙ্গল সৈন্য-৩
গৌতম বুদ্ধ, সাধু, সেনাপতি, ঋষি-১, ঋষি-২, ঋষি-৩, ঋষি-৪, ঋষি-৫
চে গুয়েভারা, মারকোশ, জ্যাকুইন, কামিলো, অ্যালিয়েদা, প্রহরী-১, প্রহরী-২, প্রহরী-৩

পর্ব : দৃশ্য-১, দৃশ্য-২, দৃশ্য-৩, দৃশ্য-৪, দৃশ্য-৫, দৃশ্য-৬, দৃশ্য-৭, দৃশ্য-৮, দৃশ্য-৯, দৃশ্য-১০, দৃশ্য-১১, দৃশ্য-১২, দৃশ্য-১৩, দৃশ্য-১৪, দৃশ্য-১৫ ও দৃশ্য-১৬

Bodip
Written by R.Amin,
Published by Amazon.com Inc., USA. In September, 2021
Price: USD 10 Only
ISBN # 9781879655942

দৃশ্য-১

জ্যোতিষী ঘর

শাগরেদ-১ : ওস্তাদজী, এখন ওজু করছেন, জোহরের নামাজের সময় হয়ে এলো।

শাগরেদ-২ : এখন দিনের তৃতীয় প্রহর, ওস্তাদজী এখন তাঁর কেতাবের প্রতিলিপি করছেন।

(ওস্তাদের প্রবেশ)

ওস্তাদ : গনিতই অপরিচিত রাজ্য থেকে পরিচিত রাজ্যে পৌঁছার একমাত্র সেতু- অন্য কোন সেতু নেই।

শাগরেদ-৩ : পন্ডিত আল-বিরুনী তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন যে, গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন একটা বিজ্ঞান। ঘটনাবলী, রাজনীতি, নগর, রাজা-রাজড়া ও সাধারণ মানুষের উত্থান-পতনের শুভাশুভ পূর্ব থেকে নির্ধারণ এই বিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষেত্র। সূতরাং শুভাশুভ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করেও তৃমি গ্রহ-নক্ষত্র, সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পার, তবে এ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন না করে ভবিষ্যদ্বানী করতে পার না।

শাগরেদ-৪ : হুজুর, খাজা ইমাম ! গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ নির্ধারন কোন কাজে লাগে? মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলে গেছেন, চন্দ্রের আবির্ভাব ও তিরোভাব অনুসারে মাসের বিস্তৃতি নির্ধারিত হয়; সূর্য আলো দেয়; কিন্তু গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে এত অধ্যায়ন করে কি উপকার হবে?

(ওস্তাদ চিন্তিত মনে মাথা নাড়েন)

এ কি সন্দেহাতীত নয় যে, গ্রহকে গ্রীকরা বুধ নামকরণ করেছে সে গ্রহ পারদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। আর সূর্য স্বর্ণের উপর এবং চন্দ্র রৌপ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আমি এই ধরনের কথা শুনেছি।

শাগরেদ-৫ : "আল মেজেসতে" লিখিত আছে যে, স্বর্ণের উপর সূর্যের প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত; কারণ অগ্নি সূর্যের নির্যাস এবং অগ্নির সাহায্যেই স্বর্ণের প্রকৃতি জানা সম্ভবপর। যদি অগ্নির নির্যাসকে ঘনীভূত করা যায়- (ভীরু কন্ঠে)

শাগরেদ-৪ : চুল্লির মধ্যে।

শাগরেদ : যথেষ্ট শক্তি সম্পন্ন চুল্লি।

ওস্তাদ : একে বলে বিশ্বতত্ত্ব। স্বর্গলোক ও ইহলোকের পদার্থসমূহ বিশ্বতত্ত্বের বিষয়বস্তু। গণিতের মতো তা পুরোপুরি বিজ্ঞান নয়। আল্লাহ্তায়লা তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বর্হিলোকের অগ্নি ও অন্তর্লোক বায়ু সৃষ্টি করেছেন। এই বায়ুমন্ডল জলরাশিকে বেষ্টন করে রেখেছে। আর এই জলরাশী পর্যায়ক্রমে আমাদের নিশ্চল পৃথিবীকে আবৃত্ত করে রেখেছে। তিনিই ভূগর্ভে প্রাপ্ত স্বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। এমন কোন জ্ঞানহীন মুসলমান আছে যে, আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করে রেখেছেন, সে পদার্থ করার অপচেষ্টা করবে ? কথা হলো খাঁটি- খাঁটি.....

ওস্তাদ : এটা কি ? (শাগরেদরা গুঞ্জন তুললো)

ওমর খৈয়ম : ঘনমূল্যের সমস্যা।

ওস্তাদ : সেটা কতটুকু এগিয়েছে ?

ওমর খৈয়ম : শেষ করে ফেলেছি। (বাকী শাগরেদের প্রস্থান)

ওস্তাদ : আচ্ছা আমি কিন্তু আমার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সমাধানটা বুঝতে পারছি না। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ঘনক্ষেত্রগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে সমানভাবে বিভক্ত করছো; আর এমনি করেই তুমি গ্রীকদের সমাধানটা বের করেছো।

ওমর খৈয়ম : তারা কেমন করে সমাধানটা করেছিলো ?

ওস্তাদ : এখন পর্যন্ত তা আমি জানতে পারিনি। তবে এই মাত্র দেখতে পারছি। তুমি এসব ঘন সম-চতুর্ভূজগুলোর আয়তনের সাহায্যে ঘনমূল বের করেছো, কিন্তু কোন্ উপায়ে তুমি সমাধানটা বের করেছো ?

ওমর খৈয়ম : উত্তরটা তো ওখানেই রয়েছে, এই অংশ বাদ দিন, তারপর এটা; এটা এবং এটা যোগ করুন।

ওস্তাদ : আমি তো অন্ধ নই; সবই দেখতে পাচ্ছি। তবে কেবলার কসম, এটা কাফের ইউক্লিডের জ্যামিতির অনুকরন- এটা বীজগনিত নয়।

ওমর খৈয়ম : তা হোক তবে এটাই সমাধান, আমি বীজগনিতের সমীকরনের সাহায্যে সমাধানটা করতে পারিনি।

ওস্তাদ : আসলে ওটাতো বীজগনিতের সমীকরন। (হাসলেন)

ওমর খৈয়ম : নিশ্চয়ই ! তবে এটাকে এখন এমনি করে বীজগনিতের প্রতীকের ভেতর ফেলা যায়।

ওস্তাদ : এই উপায়ে কি তুমি অন্যান্য সমস্যারও সমাধান করতে চেষ্টা করছো ?

ওমর খৈয়ম : হ্যাঁ প্রায়ই করে থাকি। (দ্বিধা ভরে)

ওস্তাদ : সমাধান পেয়েছেন ?

ওমর খৈয়ম : তা পেয়েছি, তবে সবগুলোর নয়।

ওস্তাদ : আশ্চর্য ! সেগুলো আমি দেখতে পারি ?

ওমর খৈয়ম : হুজুর, আমি আপনার নুন খেয়েই আপনার পদতলে বসে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করেছি। আপনি যা করতে হুকুম দিয়েছেন তা আমি করেছি। তবে অন্যান্য সমস্যাগুলো আমার নিজস্ব সম্পত্তি আর- ওগুলো আমি কাউকে দেব না।

ওস্তাদ : নিজে রাখবে ? কোন্ লাভে ? বলতো ইব্রাহিম তনয় ? (কঠোর দৃষ্টিতে)

ওমর খৈয়ম : এখনো জানি না কোন লাভ হবে কিনা।

ওস্তাদ : সমাধানগুলোতে তোমার বাক্সেই তালাবদ্ধ রয়েছে ?

ওমর খৈয়ম : জ্বী, হ্যা।

ওস্তাদ : আমার কামরা কিন্তু খোলাই থাকে। আমার কামরার এমন কোন কাগজ নেই, যা তুমি দেখতে পারো না, এমনকি গ্রীকদের দেয়া এই সমীকরণের উত্তরাটা পর্যন্ত তোমার বাক্সে রয়েছে। (ওমরের প্রস্থান)
আবু সিনাও এটা পারেন নি তবু.....(ক্রোধে)

তুতুস : ওস্তাদজী আসতে পারি ? (তুতুসের প্রবেশ তসবীহ হাতে)

ওস্তাদ : কে ? আরে তুতুস যে -

তুতুস : একটি বিষয় আলোচনা করার জন্য এলাম।

ওস্তাদ : বল।

তুতুস : জ্যোতিষ শাস্ত্র আপনি বিশ্বাস করেন ? (উপবেশন করতে করতে)
ওস্তাদজী, ভবিষ্যতবানী করা কি সম্ভবপর?

ওস্তাদ : আমার বিশ্বাস আল্লাহ্তায়ালার পক্ষে সবই সম্ভবপর। তবে আমি আমার গ্রস্থ রচনায় মনোবিবেশ করে আছি।

তুতুস : ধরুন, একজন লোক তিন তিনটে ভবিষ্যতবানী করলো। আপনার মতন জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে এই জওয়াব আশা করছি যে, এই তিনটে ভবিষ্যতবানী দৈবযোগে সফল হতে পারে ?

ওস্তাদ : দৈব যোগে দুটো ভবিষ্যতবানী সফল হতে পারে, কিন্তু তিনটে নয়। তবে এমন বোকা জ্যোতিষই বা কোথায় আছে, যে তিন তিনটে ভবিষ্যতবানী করবে ?

তুতুস : কোথায় ? আপনার শাগরেদদের মধ্যে অন্ততঃ এমন একজনই কি নেই যে কোষ্ঠী তৈরী করতে পারে ?

ওস্তাদ : ওমর ? সে এমন কাজ করবে তা আমি আদৌ আশা করিনি হায় খোদা ! তা হলে সে কি করে ? সে ঘনক্ষেত্রে সমীকরনগুলোর সমাধান এত সহজে করে যত সহজে আপনি তসবিহ দানাগুলো রেশমী সুতোয় গাথেন।

তুতুস : তাই নাকি ? তা হলে তবে একটা নৈপন্য আছে, অবসর সময়ে সে কি করে?

ওস্তাদ : সে আমার সব গ্রন্থগুলো পাঠ করে মরুভূমির প্রান্তে একলা ঘুরে বেড়ায়, ডালিম খায়, দাবা খেলে, কিন্তু বেশী কথা বলে না। অঙ্ক কষে আর সেগুলো তার বাক্সে লুকিয়ে রাখে।

তুতুস : একজন তরুন কেন মরুভুমিতে ঘুরে বেড়াবে। জ্ঞানের দর্পন ! এই বয়সে আমাদের দেহ দূর্বল আর রক্তের চাপ কমে গেছে কিন্তু তরুনের রক্ত তপ্ত, হয়ত আপনার এই শাগরেদ এই মরুভূমিতে কোন সুন্দরীর সন্ধান পেয়েছে।

ওস্তাদ : কিন্তু কাছাকাছিতো কোথাও মেয়ে মানুষ নেই। আছে কয়েকটা ধোপানি, যেমন কুৎসিত তেমনি মুখভরা তাদের আচিল।

তুতুস : হয়ত তাঁর প্রতিজ্ঞা খোদার দান হয়তবা শয়তানের। এখন এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, এ অঞ্চলে কেউ শয়তানের নৈপুন্য প্রচার করছে কিনা। আপনি বরং খৈয়মের নিপুনতার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন তার কি উদ্দেশ্য, তাহলে এবার (উঠতে উঠতে) আপনার গৃহ ভান্ডার, আমি জ্ঞান সংগ্রাহক কিন্তু তবু আমাকে এ গৃহ ছেড়ে যেতে হচ্ছে, আপনাকে অনেক তকলিফ দিলাম। (তুতুসের প্রস্থান) (ওমরের প্রবেশ)

ওস্তাদ : নিজাম-উল-মূলকের কাছে কবে তুমি ফিরে যাবে ?

ওমর খৈয়ম : ফিরব ? আমি তাকে কখনো দেখিনি।

ওস্তাদ : তবে আল্লাহ্‌র কসম করে বলতো তুমি এখানে কেন এসেছ ?

ওমর খৈয়ম : অধ্যায়ন করতে।

ওস্তাদ : যাক্ গে, বিবেচনা করে দেখ, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে জ্ঞান এলো কেমন করে। প্রেরিত পুরুষেরা বা পয়গম্বরেরাই প্রথম মহাজ্ঞনা প্রকাশ করলেন, দ্বিতীয় হলেন দার্শনিকদের দল।

ওমর খৈয়ম : আমার অজ্ঞতা নিয়ে আমি এই বলতে পারি যে, প্লেটো, অ্যারিষ্টোটাল এবং তারপর আমাদের গুরু আবু সিনা আমাদের অজ্ঞান মনে জ্ঞানের তত্ত্ব বুনে গেছেন।

ওস্তাদ : তারপর কবিদের স্থান। তাদের দক্ষতা বড় ভযঙ্কর। তাদের কাজ কল্পনাকে জাগিয়ে তোলা, সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ এবং অসাধারণ বস্তুকে সাধারণ করে তুলে ধরা, মানুষের বুকে প্রেম, ক্রোধ, আনন্দ বা বিরক্তি জাগিয়ে তারা পৃথিবীর মহৎ ও ক্ষুদ্র কর্ম সম্পাদন করেন।

ওমর খৈয়ম : কবিরা কল্পনাকে জাগিয়ে তোলে কিন্তু তাদের অনুভূতিকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারে না, তাই কবিদের কাব্যকলা দার্শনিকদের শক্তি থেকে দূর্বল ।

ওস্তাদ : অথচ গনিতবিদদের পরিশ্রম লব্ধ ফলাফল শ্বাশ্বত হয়ে থাকে, কারণ গনিতবিদই তার সত্যকে হাতে কলমে প্রমান করিয়ে দিতে পারেন। তিনি অপরিচিত থেকে পরিচিতিতে, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানরাজ্যে পৌঁছার একক সেতু নির্মান করেন। তাই আমি আশা করি বীজগনিতের ঘনমূল্যের সমীকরণ সমাধানেই তুমি আত্তনিয়োগ কর।

ওমর খৈয়ম : আমি বলছিলাম কি- আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি দিযে সমাধান করার মতন অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে। আমরা যদি গ্রহ নক্ষত্রের গতিপথ নির্নয় করতে পারি-

ওস্তাদ : গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ ? কিন্তু সেতো ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র। সে শাস্ত্রতো মানুষের ক্রিয়াকর্মের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব নির্ণয় করার প্রয়াসী।

ওমর খৈয়ম : সব সমস্যাগুলোর প্রকৃতিতো একই।

ওস্তাদ : হে শাগরেদ, তুমি বলছো যে, আমার গ্রন্থের সমস্যা আর আর রাজ-জ্যাতিষীদের সমস্যা একই ধরণের? শুনে দুঃখ হলো।

ওমর খৈয়ম : তবু সত্যের প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য নেই, অবশ্য সত্য যদি নিরুপিত হয়।

ওস্তাদ : আমার মনে হয় আমাদের মনের গতি বিপরীতমূখী, আমার ইচ্ছা তুমি গনিত বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ কর। যাক আগামীকাল তোমাকে নিশাপুর পৌঁছে দেবার জন্য একটা পত্র দেব, সেখানে তুমি একজন পৃষ্ঠপোষক পেতে পার। তোমার পথ যাত্রা সুখের হোক। (খৈয়মের প্রস্থান)

ISBN 9781879655942